নাটক

সাধের বিয়া

চরিত্রঃ

বুলবুলি (মূল চরিত্র)

টোনা

মেয়ের দাদা (দীনেশ বর্মন)

মেয়ের বাবা (জয়ন্ত বর্মন)

মেয়ের মা(সাধনা সরকার)

বর(বিশ্বজীত সরকার)

দাদী

কিছু প্রতিবেশি

দৃশ্য ১

দাদীঃ– বাউ, মুই একেনা কথা কও, দ্যেখেক, মোর শরীর আর তেমন ভাল নাই। কুনদিন যে যাও, তা, কথা হৈলেক কি, হামার বুলবুলি তো এলা গাবুরে কওয়া চলে। বেটিছাওয়াক যতো তাড়াতাড়ি ব্যাছে খাওয়া যায়, ততোই ভাল। আর ঐলা বই পড়িয়া কি হবে। আইজো আঁখা ঠেলি ভাত খাবার নাগিবে, কাইলো আঁখা ঠেলিরে নাগিবে। যেকিনা পড়িসে এলা হইসে (ছেলে গরুকে জল দেওয়ার সময়, দাদী বারান্দায় বাশের খাটে পান খেতে খেতে বলবে)।

দৃশ্য ২

(স্কুলের বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে বাড়ির পথে ফেরাঃ– (ধানক্ষেতের রাস্তা, বিকালের রোদ, হালকা বাতাস, স্কুলের ইউনিফর্ম পরা)

বুলবুলিঃ ওই, আজি মাষ্টার মশাই যেলা পুছিলেক যে, তুই বড় হয়া কি হবার চাইস? তুই কি কলু সেলা?

টোনাঃ মুই পুলিশ হৈম। তুই কি হবার চাইস, বুলবুলি?

বুলবুলিঃ মুই স্কুলের দিদিমনি হৈম কনু। মোক খুব ভাল লাগে।

টোনাঃ আর তুইও সেলা ছাত্র মারিবু, হয় না?

বুলবুলিঃ না রে, মুই ক্যেনে এমন করিম। মুই তো ভালো করি বুঝায় দিম। দেখিস একদিন।

টোনাঃ ভালোয় তো।

বুলবুলিঃ ওই টোনা, জানিস, মোর দাদীর খুব অসুখ রে, সেদিন ডাক্তার না কি কইসে, আর বেশিদিন বাঁচবে না। সেলা কি যে হবে রে ভাই! মোর তো ভয় করে।

টোনাঃ হুম, ভয় পাইস না। সব ঠিক হবে।

ঠিক আছে, তাহলে কালি দেখা হবে। বাই বাই

দৃশ্য ৩

মেয়ের মাঃ মা বুলবুলি, ঘুমাইস নাই এলাও, তোক একটা কথা কও, তুই হামার একেনায় মাত্র বেটি। তোক পরঘর করিবার লাগে। এলাকার দিনত ভাল ঘর বরও পাওয়া যায় না। (বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সময় রাত)

বুলবুলিঃ মা, মুই পড়ালেখা শেষ করি চাকরি করিম। বাবা আর তো দ্বায়িত্ব মুই নিম। চিন্তা করিস না, মা।

মেয়ের মাঃ এলাকার দিনত আর কুন্ঠে চাকরি মা। আর হাজার হৈলেও তুই চ্যেংরি মানুস। হামরা গরীব মানুষ। এইলা কি হবে হামার কপালত। এইবাদে কালি সকালে তোর বাবা মানষি ড্যেকাইসে। কালি তোর বিয়ার ব্যবস্থা করিসে। উমরা কোন ডিমেন চায় না। থালি মেয়েটাক চায়। আর এমন ঘর পাওয়াও যায় না সহজে।

বুলবুলিঃ না, মা । এমনটা হবার না হয়। মুই এলায় বিয়াও করিম না। কোন মতেই বিয়াও করিম না। (বিছানা থাকি হঠাৎ উঠে বসবে)

মেয়ের মাঃ না, মা! এমন কথা না কইস। তোর দাদা, বাবা সবায় যে রাজী। আজি হোক কালি হোক বিয়াও তো করিরে লাগিবে।

বুলবুলিঃ মা, মুই শ্যেষ বারের মতো করি কনু। মুই এলায় বিয়াও করাইম না। যদি বিয়াও করায় দেন, মুই এ জীবন রাখিম না। মুই বড় হয়া চাকরি করিবার চাও। নিজের পাওত দাড়েবার চাও।

মেয়ের মাঃ ঠিক আছে, কালিকার দিন দেখা যাক। কি হয়। মুই তোর বাবাক আর একবার কয়া দেখিম।

বুলবুলিঃ মা, কি হয় হোক, এইটায় মোর শ্যেষ কথা। ফুসফুস করে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যাবে উভয়েই।

পরের দিন

(বাইরে দাদা, বাবা এবং পুরোহিত সহ কয়েকজন প্রতিবেশী। বর সবার মাঝে বসানো। বড় দাদা, বাড়ির মেইন দরজার। সামনে দাড়িয়ে মেজাজ হারিয়ে। মেয়ের বাবা কথা বলেই যাবে ছেলের বাড়ির লোকের সাথে)।

মেয়ের বাবাঃ ভালোই হবে, তোমার বেটাও রাজমিস্ত্রী করে। কামাইও করিবার পারে।

তাছাড়া মোর মারও শেষ আশাটা পুরণ হবে। নাতি জামাই দেখির পাবে। (হা, হা করে একটু হাসি)।

ছেলের বাবাঃ হ্যা, ভালোই হবে, তোমরাও তো কইলেন, তোমার বেটিও ভাত রান্ধিবার পারে এলা কনেক আদেক, থালি বয়সটায় কনেক কম। হামা বেটির মতোনে দেখিমো, কয়টাদিন গেইলে আপনে সব ঠিক হয়া যাবে।

দাদাঃ– এতো দেরী কেনে হছে তা, উয়াক নিয়া আইসো বাইরাত। বেলা ডুবি যাছে। এইলা কাম যতো তাড়াতাড়ি হয়, ততোই ভাল।

বাবাঃ ও হ্যাঁ তো, সেটাই

ও বুলবলির মা! বুলবুলির মা! কুন্ঠে আছিত, একটু বেরাও। (বুলবুলির মা রান্না ঘর থেকে বের হয়ে আসবে)

মাঃ হ্যাঁ, কও। শোনা পাছো।

বাবাঃ তো..... এলা বেটিক নিয়া আইসেক, আর কতক্ষন এমা বসি রবে এঠে? (বাবা ডেকে পাঠাবে তার স্ত্রীকে, মেয়েকে বাইরে নিয়ে আসার জন্য)।

ক্যমেরা অবশ্যই মেয়ের মা এর দিকে থাকবে, ঘর খানিকটা দূরে।হাতে থালাবাসন, খালিপায়ে, হাত পা কিছুটা ভেজা থাকবে

মাওঃ মাইর বাপ! মুই একটা কথা কবার চাও, এত্তি কনেক আইসো তো। বাবা ও মা (স্ত্রী) ঘরের পাশে গিয়ে কথা বলবে। আইসো, ওইপাখে ঘরের পাছত আইসো। মাইষে যাতে শোনা না পায়।(মেয়ে ঘর থেকে তাদের সব কথা শুনবে আর তড়িঘরি মরার জন্য প্লান করবে)।

মাওঃ তোমরা যে মানষি ডাকাইলেন, এদি তো একখান কান্ড হয়া গেইছে। হামার বেটি যে বিয়াও করিবারে না চায়, কয় যে, "মা; মুই এলায় বিয়াও না করাইম, মোক কনেক পড়ালেখা করিবার দেও, মুই নিজের পাওত খাড়া হবার চাও"। তো কবার চাও, আর কয়টাদিন না হয় পড়ুক।বয়সটাও কম।তোমরা কি কন?

বাবাঃ এইলা ঢংঢাংয়ের কাথা মুই শুনিবার চাও না।(রেগে কিন্তু চুপে চুপে গলা ভারি করে বলবে) বেটিছাওয়া মানষির এইলা কিসের এতো। মোর কি মান সম্মান নাই না কি? যেই কাথা কনু, সেইটা এলায় কর। উয়াক এলায় ঘর থাকি বাইর করি নিয়া আইসেক। (চোখ বড় বড় করে মাথা ঝেঁকি ওখান থেকে চলে আসবে আগের জায়গায়)

মেয়ের মাঃ ঠিক আছে, মোর কথার তো কোন দামেই নাই। ঠিক আছে, তোমরা যেমন কইবেন, তেমনে হবে। তোমার অবাধ্য হবার মোর অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই।

(ওখান থেকে এসে যে ঘরে মেয়ে থাকবে সেই ঘরে প্রবেশ করতে চাইবে, দরজা যদিও হালকা লাগানো আছে)।

মাঃ বুলবুলি! মা, কই তুই, কি করিস ঘরত। বুলবুলি! বুলবুলি!

মাইর বাপ, হর নাই যে বুলবুলি।

মেয়ের বাপঃ কই গেলো ফির। দাড়াও তো মুই দেখো।

মেয়ের দাদাঃ কই গেলো উয়ায়। হামার কি মানসম্মান শ্যেষ করিবে না কি?

সবায় "কি হইলেক, কি হইলেক" কয়া ঘরের দিকে দৌড়ে যাবে আবার বের হবে দ্রুত, কান্না আর বিলাপ থাকবে।

কিছুক্ষণ পর

বাড়ির অপর দিক থেকে তিন জন পুলিশ ও বুলবুলি হাজির হবে।(পোষাক পরিহিত)

১ম পুলিশঃ কাহো এক পাও নরিবেন না। নরিলে গুলি করা হবে। তোমাক সগাকে এরেষ্ট করা হবে।

২য় পুলিশঃ এই, কাহো পালাবেন না। পালালাইয়ে খুব খারাপ হবে।

সকলকে এরেষ্ট করবে সকলকে একত্র করবে ও বাড়ি থেকে সকলকে বের করে নিয়ে যাবে।

১ম করিন্থীয় অধ্যায় ৭

বুলবুলি দর্শকের উদ্দেশ্য কিছু কথা বলবেঃ–

ভাই আর বইনের ঘর, তোমরালা এলায় যে নাটকটা দেখিলেন। এইটা কোন বানানো ঘটনা না হয়। সমাজের কান্ডকিত্তিলা দেখিয়া সত্যিকারের একটা ঘটনা তুলি ধরিনো। এইলায় ভাই তোমারলার হামারলার নজরত মাঝে মাঝে পরে। তায় মুই কবার চাওঃ–

হামরা যাতে কারো প্রতি বিয়ার বিষয়ে জোর না করি। কাহো যদি বিয়াও করিবার না চায়, তাহলে বাব মাও,আত্মিয়–স্বজন হয়া উয়াক চাপ না দেই। তোমরালা তো জানেন, আজি তোমরালা বিয়াও করিয়া সংসারত ডুবি গেইছেন। চাইলেও পারা না যায় ঈশ্বরের মনের মতোন কাম করিবার। তোমরা যতোই মনে করো, পারিবেন না। শাস্ত্র কয়, কারো উপর যাতে হামরা কোন নিয়ম চাপে না দেই, বরং যাতে উয়ায় সঠিক পথত চলিবার পায় আর কোন সমস্যাত না পরিয়া প্রভূর উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, সেইটা করির চেষ্টা করিমো। ১ম করিন্থিয় ৭:৩৫

যদি কাহো বিয়াও করিবার না চায়, মন শক্ত আছে, উয়ার কোন চাপ নাই আর উয়ায় নিজক রক্ষা করি চলিবার পায় তাহলে এইটা অনেক ভালো। ১ম করিন্থিয় ৭: ৩৭

শাস্ত্র এইটাও কয় যে, যায় বিয়াও করিসে উয়ায় সংসারের বিষয়ত চিন্তা করে যে কেমন করি উয়ায় উয়ার স্ত্রীক খুশী করিবে আর উয়ার স্ত্রী চিন্তা করিবে কেমন করি উয়ায় উয়ার স্বামীক খুশী রাখিবার পারিবে। আর সংসারের বিষয়বস্ত নিয়ায় বেশি চিন্তা করিবে।

সবশেষত শাস্ত্র এইটায় কয় যে, অবিবাহিত মানষি প্রভূর বিষয়ত বেশি চিন্তা করিবার পারে আর প্রভূক সন্তুষ্ট করিবার পারে। যেইটা বিবাহিত মানুষ পারে না। ১ম করিন্থিয় ৭:৩২

এর মানে এটা না হয় যে বিবাহিত মানুষের দ্বারা হবে প্রভূর কাজ না। তবে এমন ভাবে চলুক যাতে উমরা মনে করে যে উমার স্ত্রী নাই।

ঈশ্বর যাক যেমন বরদান দিসে তাক সেইভাবে প্রভূর জন্যে বাঁচিবার লাগিবে আর সগাকে আগে যাবার সুযোগ দিবার লাগিবে। এইটায় হামার করা উচিৎ।

ধন্যবাদ